সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করলে বাজারের গতি প্রকৃতির কারণে লাভ হবে না ক্ষতি হবে তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। বিনিয়োগকারীর পুঁজির নিরাপত্তা (বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যতিত) নিজেকে নিশ্চিত করতে হবে। আপনি যদি পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারী হন অথবা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে চান তাহলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আপনার জানা দরকারঃ

বিও (সেন্ট্রাল ডিপোজিটরিতে বা সিডিবিএল এ) হিসাব খোলার সময় সঠিক তথ্য দিনঃ

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের পূর্বে যে কোন ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে হিসাব খুলতে হবে। আপনি যদি ব্যক্তি শ্রেণীর বিনিয়োগকারী হন তবে যে কোন ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে আপনি নিজ নামে একটি এবং যৌথ নামে আরেকটি হিসাব খুলতে পারবেন। বর্তমানে ৩৫৭ টি নিবন্ধিত Full service ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী এবং ১০২ টি নিবন্ধিত Custodian ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী আছে যার তালিকা আপনি সিডিবিএল এর ওয়েবসাইটে পাবেন।
https://www.cdbl.com.bd/dp_info.php

হিসাব খোলার সময় সকল তথ্য সঠিক হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে পরবর্তীতে আপনি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। বিশেষতঃ আপনার মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা সঠিক হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনার হিসাবের সকল ডেবিট এবং ক্রেডিট এন্ট্রির তথ্য আপনি বিনা খরচে মোবাইলে এসএমএস এবং ই-মেইলে নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে পাবেন। তাছাড়া নিম্নলিখিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আপনার মোবাইল নম্বরে এসএমএস এলার্ট এবং ই-মেইল ঠিকানায় নোটিফিকেশন বিনা খরচে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাবেন। যেমনঃ

ক) বিও হিসাব খোলা;
খ) বিও হিসাবে লিংক একাউন্ট খোলা;
গ) বিনিয়োগকারীর নাম পরিবর্তন;
ঘ) বিনিয়োগকারীর ব্যাংক হিসাব পরিবর্তন;
ঙ) বিনিয়োগকারীর ব্যাংকের নাম পরিবর্তন;
চ) বিও হিসাবে যে মোবাইল নম্বর দেয়া হয়েছে তার পরিবর্তন হলে (পুরাতন এবং নূতন দুই মোবাইল নম্বরেই এসএমএস (SMS) এলার্ট যাবে);
ছ) বিও হিসাবে যে ই-মেইল ঠিকানা দেয়া হয়েছে তার পরিবর্তন হলে (পুরাতন এবং নূতন দুই ই-মেইল ঠিকানায় নোটিফিকেশন যাবে); এবং
ঝ) বিও হিসাব বন্ধ হলে।

যদি বিও হিসাবে আপনার সঠিক মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা না থাকে তবে এর কিছুই আপনি জানতে পারবেন না। অতএব বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাবের নিরাপত্তার স্বার্থে **সঠিক মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা অন্তর্ভূক্ত করা খুবই জরুরি।**

তাছাড়া বর্তমানে অনেক কোম্পানী ই-মেইলে বার্ষিক সভার নোটিশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকে। তাই আপনার বিও হিসাবে আপনার সঠিক ও যথাযথ ই-মেইল ঠিকানা থাকাও দরকার। ই-মেইল না থাকলে, **নূতন ই-মেইল খুলে তা বিও হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করুন।**

যেহেতু বর্তমানে বহু কোম্পানী দেশের প্রচলিত পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে লভ্যাংশ প্রেরণ করে থাকে, সেহেতু **বিও হিসাবে সঠিক ব্যাংক হিসাব নম্বর থাকা অতীব জরুরী** অন্যথায় বিনিয়োগকারীরা লভ্যাংশ পেতে ভোগান্তির শিকার হতে পারেন।

বিও হিসাবে আপনার ঠিকানা ভূল থাকলে আপনি প্রেরিত লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট এবং বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশসহ কোম্পানী থেকে অন্যান্য তথ্য প্রাপ্তিতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন। **তাই বিও হিসাবে আপনার সঠিক ঠিকানা অন্তর্ভূক্ত করুন।**

সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড
ডিএসই টাওয়ার (লেভেল - ৫),
হাউজ- ৪৬, রোড- ২১, নিকুঞ্জ- ২, ঢাকা-১২২৯
ফোন- +৮৮ ০২ ৪১০৪০৩৮৪-৯৫, এ-মেইল- info@cdbl.com.bd

আপনার যদি আয়কর নিবন্ধন নম্বর থাকে তবে তা আপনার বিও হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনার বিও হিসাবে আয়কর নিবন্ধন নম্বর অন্তর্ভূক্ত থাকলে আপনার লভ্যাংশের উপর উৎস কর কর্তণের হার কম হবে।

আপনি যদি পূর্বে বিও হিসাব খুলে থাকেন তবে, যে কোন সময়ে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীকে প্রদর্শণ পূর্বক আপনার বিও হিসাবে এই সকল তথ্য অন্তর্ভূক্ত/আপডেট করে নিতে পারেন।

অনলাইনে আপনার বিও হিসাবের সিকিউরিটিজ ব্যালেন্স ইনকোয়ারীঃ

সিডিবিএল এর ওয়েবসাইটে গিয়ে https://www.cdbl.com.bd/ বাৎসরিক =২০০/- (দুইশত) টাকা ফি দিয়ে আপনি নিবন্ধন করতে পারেন। নিবন্ধন ও বাৎসরিক ফি আপনি অনলাইনের (সিডিবিএল এর ওয়েব সাইট ব্যবহার করে) মাধ্যমে প্রদান করতে পারবেন। এইরূপ নিবন্ধন করলে সিডিবিএল আপনাকে ই-মেইলে আপনার হিসাবে প্রবেশের লগ ইন ডিটেইল পাঠাবে, যার মাধ্যমে আপনি সিডিবিএল এর ওয়েবসাইট থেকে আপনার বিও হিসাবের বর্তমান স্থিতি এবং গত একমাসের লেনদেনের তথ্য পাবেন। এই সেবা গ্রহণের জন্য আপনাকে সিডিবিএল এর কার্যালয়ে ব্যক্তিগতভাবে যেতে হবে না।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তি:

বাংলাদেশে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি অনলাইন মডিউল চালু করেছে যার নাম হচ্ছে কাস্টমার কমপ্লেইন অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম) বা বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির মডিউল।

বিএসইসির এর ওয়েবসাইট www.sec.gov.bd এর প্রথম পৃষ্ঠায় ডানদিকে "Customer Complaint Address Module বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির মডিউল" নামে একটি আইকন রয়েছে। উক্ত আইকনে ক্লিক করে আপনি এই মডিউলে প্রবেশ করতে এবং আপনার অভিযোগ অনলাইনে দাখিল করতে পারবেন।

অভিযোগ দাখিল করলে আপনার প্রদত্ত ই-মেইলে আপনি একটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাবেন যাতে আপনার অভিযোগের আইডি দেয়া থাকবে। প্রদত্ত আইডি দিয়ে এই সিস্টেমে আপনার দাখিলকৃত অভিযোগের বর্তমান অবস্থা আপনি জানতে পারবেন। যদি দাখিলকৃত অভিযোগের ফায়সালায় আপনি সন্তুষ্ট না হন তাহলে আপনি আপীলও দাখিল করতে পারবেন এই মডিউলে।